বিদ্যাসাগরবিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ীযোগেন্দ্রনাথমহাবিদ্যালয়

চতুথ সেমিস্টারে আন্তরগত এস. সি .টু কোর্সের জন্য উপ্সথাপিত

প্রকল্প পত্র ঃ- সবুজ পত্র পত্রিকায় রাবিন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শিক্ষার্থী নাম ঃ- সুলেখা হাজরা

সেমিস্টার ঃ- চতুর্থ

পত্র ঃ-এস .ই.সি টু

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঃ- ২১১০৪০২৬০,২০২১-২০২২

রোল নাম্বার ঃ-১১১৪১৫২-২১০০২৫

শিক্ষাবর্ষঃ-২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Sulekha Hazra Roll: 11141152 No: 210025, Reg.No:- 211040260 of 2021-2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Supervisors

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S. Nandigram, Purba Medinipur, Pin-721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of
Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচি পত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	লেখিকার পরিচয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
	প্রকল্প কাকে বলে প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী প্রকল্পের প্রকার ভেদ প্রকল্পের কাজের উদ্দেশ্য গুলি কী কী প্রকল্প কাজের উপকারিতা কী	২-৪
দ্বিতীয়	প্রকল্পের বিষয় নির্বাচন	৫
তৃতীয়	প্রকল্পের বিষয় সমালোচনা	৬
	ছোট গল্প কাকে বলে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কত গুলি গল্প এবং গল্পের নাম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের নাম ও বৈশিষ্ট্য সবগু. গল্পের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে নারী চরিত্রের রূপ	৭-১০
চতুর্থ	সিদ্ধান্ত	১[illegible]
	গ্রন্থপঞ্জি	১[illegible]
	তথ্যসংগ্রহ	১[illegible]
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১[illegible]

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

অধ্যায় সংখ্যা	অধ্যায়ের বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম	প্রকল্পের ভূমিকা	১
	প্রকল্প কাকে বলে প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী প্রকল্পের প্রকার ভেদ প্রকল্পের কাজের উদ্দেশ্য গুলি কী কী প্রকল্প কাজের উপকারিতা কী	2-৪
দ্বিতীয়	প্রকল্পের বিষয় নির্বাচন	৫
তৃতীয়	প্রকল্পের বিষয় পর্যালোচনা	৬
	ছোটো গল্প কাকে বলে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কত গুলি গল্প এবং প্রকাশ কাল রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পর্ব ও বৈশিষ্ট্য সবুজ পত্রের যুগ রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে নারী-চরিত্রের রূপ	৭-১৫
চতুর্থ	সিদ্ধান্ত	১৬
	গ্রন্থ পঞ্জি	১৭
	সাক্ষাৎকার	১৮
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১৯

Rkumar
Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

ভূমিকা :

ছোটো গল্পের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কালের ঘটনা, ছোটো গল্প বা শর্ট স্টোরি কে সহজ করে বলা যেতে পারে সংক্ষিপ্ত ভাব আখ্যায়িকা, যদিও ছোটোগল্প রচনার বা শোনার অভ্যাস অতি প্রাচীন স্বতন্ত্র সাহিত্য রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, বাংলা সাহিত্যে ছোটো গল্পের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের তুচ্ছ জীবনের ভিতরে স্বতন্ত্র বেদনার যে গোপন প্রবাহ তাকে সামান্য অনুভূতিতেও কাব্যসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটো গল্প গুলিতে।

বাংলা ভাষায় ছোটো গল্প ইতিমধ্যে 'বঙ্গদর্শন' থেকে শুরু করে 'হিতবাদি', 'ভারতী', 'সাধনা', 'সবুজপত্র', ইত্যাদি সাহিত্য তথা সাময়িক পত্রের ভূমিকাতে ভরপুর আবাদ হয়েছে বাংলা ছোটো গল্পের।

প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা :-

* প্রকল্প কাকে বলে :-

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে প্রকল্প বলে।

* প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী :-

① সমস্যা কেন্দ্রিক :- প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্প নির্ধারিত হয়ে থাকে।

② উদ্দেশ্য ভিত্তিক :— কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

③ অভিজ্ঞতা :- প্রকল্প মূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে অভিজ্ঞতা দেখা যায়।

④ সৃজনশীলতা :— প্রকল্প মূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নানা রকমে অনুসন্ধান মূলক কাজের মধ্য দিয়ে জোগা।

⑤ অনুসন্ধান মূলক কাজ :— প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধান মূলক কাজের মধ্য দিয়ে যায়।

⑥ বাস্তবতা কেন্দ্রীক :- প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

⑦ সামাজিক গুণাবলি বিকাশ :— প্রকল্পমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলি গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়ে থাকে।

* প্রকল্প কত প্রকারের হয় :—

প্রকল্প সাধারণ দুই প্রকারের হয় যথা :— ① একক প্রকল্প ② দলগত প্রকল্প।

* প্রকল্পমূলক কাজের উদ্দেশ্য গুলি হল :—

① প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত করা।
② ছাত্র ছাত্রীদের হাতের কলমে কাজ করতে শিখানো।
③ ছাত্র ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সাহায্য করা

* প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা :—

① প্রকল্প রূপায়োণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
② শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হবে।
③ প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বইয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

* প্রকল্প মূলক কাজের লক্ষ্য গুলি কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :—

* জ্ঞানের বিকাশ
* দক্ষতা বিকাশ
* ব্যক্তিত্বের গুণাবলি

* জ্ঞানের বিকাশ :— প্রকল্পমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়মূলক সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে এবং ওই সব জ্ঞান কে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তা শিক্ষার্থী জানতে পারে।

* প্রকল্প কত প্রকারের হয় :—

প্রকল্প সাধারণ দুই প্রকারের হয় যথা :— ① একক প্রকল্প ② দলগত প্রকল্প।

* প্রকল্পমূলক কাজের উদ্দেশ্য গুলি হল :—

① প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রকল্পমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা।
② ছাত্র ছাত্রীদের হাতের কলমে কাজ করতে শেখানো।
③ ছাত্র ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সাহায্য করা।

* প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা :—

① প্রকল্প রূপায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
② শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হবে।
③ প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

* প্রকল্প মূলক কাজের লক্ষ্য গুলি কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :—

* জ্ঞানের বিকাশ
* দক্ষতা বিকাশ
* ব্যক্তিত্বের গুণাবলি

* জ্ঞানের বিকাশ :— প্রকল্পমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়মূলক সম্পর্ক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে এবং ওই সব জ্ঞান কে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তা শিক্ষার্থী জানতে পারে।

(ii) দক্ষতা বিকাশঃ— প্রকল্প মূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ভাবে কাজ করা দক্ষতা, পরিকল্পনা করা দক্ষতা, তথ্য অনুসন্ধান করা দক্ষতা, তথ্য কে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা দক্ষতা, দলবদ্ধভাবে কাজ করা দক্ষতা, বিষয় আলোচনা প্রদান করা দক্ষতা ইত্যাদি বিকাশ ঘটে। যেমন যোগাযোগ এবং বাচনিক ক্ষমতা সহায়ে আলোচনা বিতর্ক ইত্যাদি দক্ষতার বৃদ্ধি পায় এবং এর পাশাপাশি মূল্যায়ন এবং দক্ষতার বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যায়ন এর ফলে ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা দক্ষতা বিকাশ ঘটে।

③ ব্যক্তিত্বের গুণাবলি বিকাশঃ— প্রকল্প মূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একাধিক গুণাবলি বিকাশ সাধন ঘটে, যেমন — সমালোচনা মূলক চিন্তন, সৃজনশীল চিন্তন, বিশ্লেষণ মূলক চিন্তন ইত্যাদি জ্ঞান মূলক দিক উদ্ভূত কত গুলি মানসিক গুণাবলি যেমন — আগ্রহ, সামাজিক সম্পর্ক, বৃদ্ধি প্রেষণা, ইত্যাদি বিকাশ ঘটে সুতরাং যে পদ্ধতি দ্বারা কোনো দুরূহ কোনো সমস্যা কে শিক্ষার্থীদের বাস্তব বা সামাজিক পরিবেশে অনুরূপ ভাবের ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমাধান করা হয়, এবং যার ফলে শিক্ষার্থীরা এই বিষয় বাস্তব মুখী দক্ষতা অর্জন করে তাকে প্রকল্প মূলক কাজ বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের বিষয় বস্তু নির্বাচন: -

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ছোটো গল্প দীর্ঘতা থেকে দুই হাজার শব্দের মধ্যে রচিত হওয়া উচিত। তবে একটু দীর্ঘ পৃষ্ঠার ছোটোগল্পও আছে, আবার তিরিশ-চল্লিশ পৃষ্ঠার ছোটো গল্প আছে। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটো গল্পের পার্থক্য হচ্ছে উপন্যাসে থাকে সমগ্র জীবনের বিস্তৃত উপস্থাপনা, আর জীবনে একটি মাত্র অংশের দিক সমস্যাকে অবলম্বন করে রচিত হয় ছোটো গল্প। উপন্যাসে সবকিছু গ্রহণ করে, কিন্তু ছোটোগল্প সব বাহুল্য বর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোট গল্পের বিষয় ও রীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিয়েছেন, ছোট গল্প হল এমন একটি অনতিদীর্ঘ গদ্য রচনা যা জীবনের কোন একটি অংশবিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখকের বিন্যাসগত বক্তব্যকে একমুখী রূপদান করে।

সবুজপত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটো গল্প হল— 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা', 'পয়লা নম্বর' গল্প গুলি রবীন্দ্র সাহিত্যে অসামান্য সম্পদ, বাঙালী মেয়ে ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন তাঁর কাছে বিচার পাবে দাবি নিয়েছে বারবার,

সামগ্রিকভাবে বলা যায় 'সবুজপত্র' পর্বে নারী বাস্তব কাহিনী যুগ প্রভাবের ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা পাবার হয়ে সামাজিক কথায় ব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পর্যালোচনা :

সবুজ পত্রে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

ভূমিকা:- বাংলা সাহিত্যের ছোটো গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', সবুজ পত্র প্রভৃতি মাসিক পত্র পত্রিকা গুলির চাহিদা মেটাতে তিনি তাঁর ছোট গল্প রচনা করে ছিলেন এ সব রচনা সাহিত্যে মূল্যে সমৃদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'সাধনা' পর্ব ছিল সর্বাপেক্ষা সৃষ্টি শীল পর্যায় তার গল্প গুচ্ছ সংকলনে সঙ্গে অবিস্মরণীয় গল্প এ সময় কার লেখা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিনী' ১৮৭৭ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার তিন সাথে গল্প গুলি হল — 'রাজপথের', 'মেঘকথা' ও 'ন্যাবচোর', গল্প গুলি জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক সমৃদ্ধ লাভ করেছে। মানব জীবনে সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশা-ভালোবাসা, মান-অভিমান, হাসি-কান্নায় এর পর রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প কায়, পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে মূলত নারীদের কথায় লেখনী পাই গল্প গুলিতে প্রাধান্য গল্প গুলি হল —

'হিতবাদী' 'সাধনা' 'ভারতী' 'সবুজ পত্র' প্রভৃতি পত্রিকায় গুলি চাহিদা মেটানো জন্য রবীন্দ্রনাথ গল্প গুলি রচনা করেছেন।

ছোট গল্প কাকে বলে :-

কথা সাহিত্যের যে মাধ্যমে উপন্যাসের তুলনায় ছোট বিষয় ও ঘটকীয়তা আছে এবং যার মাধ্যমে ব্যঞ্জনা ধর্মীতা প্রকাশিত হয় সর্বোপরি অনাবশ্যকীয় বর্ণনা থাকে না তাকে ছোট গল্প বলা যেতে পারে।

ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য :-

একমাত্র রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য ও বাংলা সাহিত্যের নতুন রূপে স্বার্থক করেছিল তা ছোট গল্পের অন্যতম অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুলি হল —

① ছোট গল্পের প্রাণ হবে খুবই ছোট অর্থাৎ বিষয় হবে খুবই ছোট

② ছোট গল্পের বিষয়ে বাহ্যিক কোনো বর্ণনা বা অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা থাকবে না।

③ জীবনে কোনো এক মুহূর্ত থেকে ছোট গল্পের পথ চলা শুরু হয়

④ রবীন্দ্রনাথের মত অনায়াসী ছোট গল্পের সমাপ্তি হবে এমন ভাবে যেখানে মন তৃপ্তি পাবে না।

⑤ ছোট গল্পের বিষয় বস্তুর মধ্যে সংযম বোধ থাকবে।

⑥ নাটকীয়তা সংঘাত ব্যঞ্জনা ধর্মীতা ছোট গল্পের অন্যতম উল্লেখ্য যোগ্য বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের কত গুলি গল্প এবং প্রকাশ কাল :-

(1) হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকায় যুগ [১৮৯১-১৯০১]

(2) ভারতী ও সাধনা পত্রিকায় যুগ [১৯১৪ - ১৯৩০]

(3) প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজ পত্র এক খানি মাসিক পত্রিকা ১৯১৪ খ্রীঃ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

(4) তিন সঙ্গীর যুগ [১৯৩০ - ১৯৪০]

(5) তার তিন সঙ্গীর গল্প গুলি হল 'রবিবার' 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি', গল্প গুলি আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

☐ রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের পর্ব ও বৈশিষ্ট্য :-

সবুজ পত্রের যুগ :- রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের সবুজ পত্রের যুগে উল্লেখ যোগ্য গল্প গুলি হল — 'হালদার গোষ্ঠীর' 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি এই গল্প গুলিতে পাওয়া যায় নাগরিক বাচন ভঙ্গি লক্ষ্য, ও ভাব কল্পনায় প্রভৃতি নারী চরিত্রে মাধ্যমে বলা যায়, স্ত্রী পত্রে মৃণাল ও বিন্দু সমকালীন সমাজে নারী অবস্থানকে সূচিত করেছেন।

বৈশিষ্ট্য :- এই পর্বের ছোটো গল্প গুলিতে নাগরিক বাচন ভঙ্গি এবং ভাবকল্পনার বিনিময়তা প্রকাশিত। উত্তরের নাগরিক চেতনা এবং বাস্তব তত্ত্বের দোলনা, এই গল্প দীপ্তিতে, ধারাবাহিক মনস্তত্ত্বের এবং তাঁর তিন কথায় গুলি উঠেছে যেন এক মানুষের নতুন মন্য কোন দিকে লেখকের দৃষ্টি পড়েছে।

সবুজ পত্রের যুগ :-

সবুজ পত্রের গল্প গুলিতে আবির্ভাব প্রেমকাহিনী প্যারডরী গল্পে আধুনিক বিদ্যুৎবুদ্ধিতে আধুনিক নারী স্থান রেখেছেন.

বৈশিষ্ট্য :— সবুজ পত্র গল্পে বাগ্‌ভঙ্গির তির্যক কথা এবং তার চেতনার আবিশ্বিকতা তথা তত্ত্বপ্রবণতা লক্ষণীয়। প্রথম গল্প, 'রবিবার' একটি মনোরম প্রেম কাহিনী, দ্বিতীয় অনেকাংশ হইবার মতো.

☐ রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে নারীভাবনা, নারী রূপ :- [সবুজ পত্র পর্ব — ১৩২১ - ১৩২৪]

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের দিক পরিবর্তনে 'সবুজপত্র' পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ. ১৩২১ সালে (১৯১৪) থেকে বৈশাখ প্রথম চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজ পত্র প্রকাশিত হয়। সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথ নারী চরিত্রের আবর্ত বিচার, কখনো মাতা রূপে, কখনো কন্যা রূপে কখনো বা প্রেয়সী রূপে বিশেষ ছোটো গল্প গুলিতে নারী চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের বহু মধ্যবিত্ত ভাবনায় প্রতিফলন লক্ষ করা যায়, সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্র গুলি গড়ে তুলেছেন। পরম আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উঠেছে নিতে নারী বেদনার্ত জীবনে মর্মান্তিক কাহিনী ফুটে উঠেছে- ছোটো গল্প গুলিতে উল্লেখ্য যোগ্য নারী চরিত্র গুলি হল — 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীপত্র'

'অপরিচিতা' 'পয়লা নম্বর'

হৈমন্তী: — সবুজপত্র পত্রের 'হৈমন্তী' (১৩২১) গল্পে হৈমন্তীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রসঙ্গ সেভাবে প্রবলভাবে সোচ্চারিত না হলেও গল্পের প্রধান নারী চরিত্রের ভূমিকায়, হৈমন্তীর বিবাহ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীর সংঘাতময় ধাপে ধাপে পরোক্ষভাবে গল্পে নারীর জীবন সংকট ও ব্যক্তি স্বমূল্যকে নিরূপণ করা হয়েছে।

□ মাতৃহীনা হৈমন্তী তার হিমালয়সম মহান, উচ্চশিক্ষিত উদার পিতার সান্নিধ্যে ও তাঁর স্নেহময়, আদরের মানসিকতায় মানুষ হয়ে সতেরো বছর কাটিয়েছে। বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রকে পাঠানো ছবিতে হৈমন্তীর ব্যক্তিমহিমার কথা প্রকাশিত ---

"ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ সাদাসিধা দুটি চোখ এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না।"

□ হৈমন্তীর স্বামী অপুকে ভালোবাসলেও শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুরমশাইয়ের মনের অবহেলার শিকার হয় অনেকখানি, যদিও গৌরীশঙ্কর সম্পর্কে টাকা দিয়েই পরিমাপ করেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর ছিল তিনি অনেক প্রথমে অপুর বাবা-মায়ের ধারণা ছিল তিনি তাদের বড় চাকুরে ও ধনী, কিন্তু দেখা গেল তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেক্ষিতেও অসামান্য রকম ধনী নন। একই বিষয় প্রযোজ্য ছিল তার বেহাই বাড়িতে। ঠাকুর পরিবারের প্রবল ধনী হিসেবে সমাজে পরিচিতি থাকলেও, তিনি তার সব সম্পত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য স্বল্প টাকারই অধিকারী ছিলেন। হৈমন্তীর মতো মাধুরীলতাও বেড়ে উঠেছিলেন প্রকৃতি মাঝে স্বাধীন পরিবেশে।

□ নিরুপমা হয়ে হৈমন্তী মানসিক ভাবে আরও অনেক দৃঢ় চরিত্রের। হৈমন্তী সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিলেও অনুপমাদের কাছে ক্ষয়রোগে ~~ধীরে ধীরে~~ ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক সময় মৃত্যু হয় এই প্রবল আত্মবিশ্বাসী নারীর। হৈমন্তী বেঁচে থাকতে তার প্রতি বৈকালিক পীড়নের তা থেকে বের হতে পারেনি কিন্তু সেটি সম্ভব হয়েছিল মৃণালের দ্বারা।

□ পয়লা নম্বর :-

'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪) গল্পটির বিষয়বস্তু উত্তমপুরুষে নায়কের মুখে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঁথি সর্বস্ব, গ্রন্থকীট, বকালপ্রিয় অদ্বৈতচরণের সঙ্গে 'বাপের আদরে মেয়ে', অনিলার বিবাহ হয়। দাম্পত্য জীবনের অন্তঃসারশূন্য অবহেলায় অভিমানিনী অনিলা বিবাহের আট বছরের মধ্যেই সংসারের দায়িত্ব বন্ধন থেকে কিভাবে বেরিয়ে পড়ে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মগৌরব রেখেছে এ গল্পে তা প্রকাশ পেয়েছে।

□ অনিলাও ছিল বাবার আদরের মেয়ে। তার স্বামী অদ্বৈত ছিল স্ত্রীর প্রতি উদাসীন। নিজের পড়াশোনা ও বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত। সংসারে অনাবশ্যক অভাব অভিযোগ কোনো কিছুতেই তার মন নেই। তার কয়েক জন শিষ্য বাঁধা রয়েছে। তাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখা। বই পড়ে ব্যাখ্যা করাই তার এক মাত্র নেশা। তার পাশের বাড়ি অর্থাৎ

হালির মোড়ের পয়লা নম্বর বাড়িতে বাস করতো সদমার্গ বাদী জমিদার সীতাংশুমৌলী। সে অনিলার প্রেমে পড়ে, তাকে একের পর এক চিঠি পাঠায়। কিন্তু প্রেমে পড়ে অনিলা কোনো সাড়া দেয় না। অনিলার একমাত্র ভাই আত্মহত্যা করে। কিন্তু উদাসীন স্বামী সে খবর টুকুও রাখেনা। এর পর একদিন গৃহত্যাগ করে অনিলা। স্বামী মনে করে সে সীতাংশুর সঙ্গেই চলে গেছে। কিন্তু অনেক বছর পর সে জানতে পারে তার ধারণা সঠিক ছিল না। অনিলা কোন পুরুষের হাত ধরে ঘর ছাড়েনি। সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছে। অনিলা যেমন তার স্বামীকে চিঠি লিখে গেছে।

"আমার খোঁজ করো না' জীবনে একটি
তেমনি সেদিন সীতাংশুকেও
মাত্র চিঠিতে একই কথা লিখে গেছে।"

* স্ত্রীপত্র :—

'স্ত্রীর পত্র', এ মৃণাল বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। মৃণাল অজ পাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা একটি মেয়ে। তার বাবার বাড়ি পূর্ব বঙ্গের গ্রামে। 'বাঙাল দেশের রান্না', নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে অনেক অপমান সহ্য করতে হয় তাকে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবি পত্নী মৃণালিনীর কথা। তিনিও খুলনার গ্রামের মেয়ে, ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলে তাকেও অভিজাত ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলে শুনতে হয়েছিল। 'বাঙালদেশ', অনেক বাঁকা কথা শুনতে জন্মের মেয়ে হিসাবে।

□ মৃণাল সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধির নারীর কাহিনী তাই অন্যায় দেখলে এর প্রতিবাদে সত্য কথাটি তে তাকে প্রতিপদে হেয় করার চেষ্টা চলে। তবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মৃণাল যেন সব তুচ্ছ করে তার প্রতিবাদী ভূমিকা ধরে রাখে অসহায় নিরাশ্রয় মেয়ে বিন্দুকে যখন আশ্রয় দেয় শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বিন্দুকে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়ায় বিন্দু পালিয়ে এলো এর পরও মৃণাল তাকে আশ্রয় দেয় সকলের সঙ্গে রীতি মতো যুদ্ধ করেই

□ শেষ পর্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত বিন্দু আত্মহত্যা করে সংসারে নারীর অবস্থান যে কত দুঃসহ তা নতুন ভাবে উপলব্ধি করে মৃণাল। একসময় সাংসারিক বন্দী দশা থেকে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেয় মৃণাল। সে পুরী তীর্থ ক্ষেত্রে চলে যায়। বাঙালি ঘরের এক গৃহী কন্যা বধূর এই সাহসী ভূমিকা ছিল এক প্রতিবাদ। মৃণাল নিজেই বলে সে আত্মহত্যা করবে না বরং স্বাধীন ভাবে বাঁচবে। মীরা বাইকে তো বাঁচার জন্য মরতে হয়নি।

অপরিচিতাঃ—
সেই সময়ই পৌঁছে 'অপরিচিতা' কল্যাণী
অপরিচিতা গল্পটিতে আবারও আমরা
দেখতে পাই বাবা ও তার আদরের মেয়েকে
কল্যাণী সুন্দরী ও শিক্ষিত. তার বাবা ডাক্তার শম্ভুনাথ
অনেকটাই হৈমন্তীর বাবা গৌর সুন্দরের মতো.
তিনি ও বাংলার বাইরে ভারতের অন্য প্রদেশে
মাতৃহীন কন্যাকে নিয়ে থাকেন, তবে বাবা ও মেয়ে
দুইজনেই তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ় মনোভাবের.

□ কল্যাণীর বিয়েতে তার বাবা পাত্র পক্ষের দাবি
মতো যৌতুকের টাকা ও অলংকার দিতে রাজি
হন। বিয়ের আসরে পাত্রের মামা বরকর্তা হিসাবে
মেয়ের গা থেকে সকল অলংকার খুলে নিয়ে তিনি
তা মেপে নিতে চায়, দেখা যায় প্রতিশ্রুতি পরিমাণের
চেয়ে তিনি বেশিই দিয়েছেন। পাত্রপক্ষ সন্তুষ্ট হলেও
শম্ভুনাথ বলেন ——

"আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ
কথা যারা মনে আনে তাদের হাতে আমি
কন্যা দিতে পারি না."

মেয়ে বিয়ে না দিয়ে তিনি পাত্রপক্ষকে বিয়ের আসর
থেকে বিদায় করে দেন। এদিকে পাত্র অনুপম ছিল মেরুদণ্ডহীন
ভালো মানুষ, মামার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ সে
বিয়ের আসরে করতে পারে নি বটে কিন্তু ও স্ত্রী কল্যাণীকে
ভুলতে পারে না। মা এবং মামার আদেশ অগ্রাহ্য করে সে
কল্যাণীর সন্ধান করে. খুঁজে সে পায়। কিন্তু কল্যাণী
নারীর শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে। সে বিয়েতে রাজি হয়
না, কল্যাণীর সমস্ত সেবার কাজে অনুপম সহযোগী
হয়। বিয়ের আসরে এই দৃঢ়চেতা মেয়েদের কিছুটা আভাস
আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ের বিয়ের আসরের
ঘটনায়।

মীরা দেবীর স্বামী ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির। বিয়ের আসরে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই অভদ্র ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে মীরা দেবীর সঙ্গেও রুক্ষ ব্যবহারের কারণে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে। মীরা দেবীর অসুখী দাম্পত্য জীবন রবীন্দ্রনাথকে সব সময়ই পীড়া দিত।

□ কল্যাণী নিজের এবং অন্য অনেক নারীর মুক্তির পথ খুঁজেছেন, নারীর মুক্তির কোথায়, ঘরে, সংসারে, প্রেমে, ধর্মে না সমাজ সেবায়। কোন অবলম্বন ছাড়া কি স্বাধীনভাবে নারী বাঁচতে পারে না। অবশ্যই পারে। পয়লা নম্বর গল্পের অনিলা তাই ত্যাগ করে স্বামীর ঘর।

সিদ্ধান্ত :

দীর্ঘ আলোচনার পর আমি দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের ইতিহাসে সুদীর্ঘ কালের রয়েছে রূপকথায়, উপকথায় নীতি গল্পে ও লোক শিল্পে ছোটো গল্পের উপাদান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গদ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ধীরে ছোটো গল্পের বিকাশ হয়েছে, তবে উনিশ শতকে একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটো গল্পের শিল্পের যথাযথ রূপ ফুটে উঠেছিল, এরপর সবুজ পত্রের যুগের কথা। সবুজ পত্রে যুগে উল্লেখযোগ্য ছোটো গল্প হল — 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা', 'পয়লা নম্বর' গল্প গুলি রবীন্দ্র সাহিত্যে অনন্য সম্পদ বাঙালী মেয়ের ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে বারবার। সব শেষে বলা যায়, সবুজ পত্র পর্বে পারিবারিক কাহিনী যুগ প্রভাবের ফলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য পার হয়ে সামাজিকতায় ব্যপ্ত হয়েছে।

আকর পঞ্জি

১) রবীন্দ্র জীবনী — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
২) রবীন্দ্র গল্প — তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়
৩) রবীন্দ্র রচনাবলী — বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় - দ্বিতীয় খণ্ড

উপসংহার :

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অপারিসীম। তিনি তার একান্ত প্রচেষ্টায় খুব সুন্দর করে বাংলা ছোটো গল্পকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছে। পরবর্তী কালে অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ বা অনুকরণ করেছেন, অনেকে আবার নিজেদের প্রচেষ্টায়ও পাঠকের সামনে ছোটোগল্প উপস্থাপনা করেছেন। তবে বাংলা প্রথম শ্রেষ্ঠ ও সার্থক ছোটোগল্পকার হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা এই প্রকল্পপত্রটির কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি সহযোগিতা ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই, সেই সমস্ত গ্রন্থাগার কে সেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা আমার প্রকল্প রচনার জন্য সাহায্য করেছে। এছাড়া ও সুবর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহা বিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের তাদের পরামর্শ নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমার এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya
EXAMINED

সুলেখা হাজরা
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর